দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 12 MAY 2005
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৫

পাঠকের কলাম

গ্রেডিং সিস্টেমে নম্বর উল্লেখ চাই

২০০১ সাল থেকে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত গ্রেডিং সিস্টেম চালু হয়েছে। যে সিদ্ধান্তটা ছিল হঠাৎ করেই। পূর্বে কোনরূপ জানানো ছাড়াই এরকম সিদ্ধান্ত নেয়া আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ তা দু'একবার রেজাল্ট পেলেই বুঝা যাবে। বিশ্বের সাথে তাল মিলানোর জন্য বলা হলেও উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার কোনটাই নেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এখানে নেই কোন নিয়ম-শৃঙ্খলা, নেই কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি, নেই সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা। যাই হোক প্রথমবারের গ্রেডিং সিস্টেমের যথেষ্ট ত্রুটি থাকলেও এবার কিছুটা কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে গত কয়েক দিন আগে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে গ্রেডিং সিস্টেমের বিভিন্ন ভাগের কথা। এখানে একটু সমস্যা রয়ে গেছে যা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেলে অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার জন্য খুবই সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সমস্যাটা হচ্ছে নম্বরপত্রে নম্বর উল্লেখ না থাকা, শুধু মাত্র গ্রেডিং পয়েন্ট উল্লেখ থাকলে সমস্যা হলো- ধরা যাক দশ জন ছাত্র ৪.২ পয়েন্ট পেয়ে পাস করল এখন কর্তৃপক্ষ কিভাবে এই দশ জনের মধ্যে মেধা তালিকা নির্ধারণ করবেন। তা কিন্তু কেউ চিন্তা করে দেখেননি। যদি আরো সকল বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট দেখা হয় সেখানেও সমস্যা থাকতে পারে। যেমন দশ জনই পাঁচটিতে এক রকম পয়েন্ট পেয়েছে আর পাঁচটিতেও একই রকম পয়েন্ট পেয়েছে। তখন কিভাবে মেধা তালিকা নির্ধারণ করা হবে? আর এই দশ জনেরই যদি একই রকমভাবে নম্বরপত্র প্রদান করা হত তবে কিন্তু খুব সহজেই নম্বরপত্রের নম্বর দেখে মেধা তালিকা দেয়া যেত। কোন বৃত্তির জন্য মেধা নির্ধারণে যথেষ্ট ঝামেলা পোহাতে হবে। হলওলোয় সিট বন্টনে সমস্যা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভেতাবে মেধা ছোর করে সেখানে সমস্যা হবে। কারণ কেউ যদি ৬০ পেয়ে ৩.৫ পয়েন্ট পেল আর একজন ৬৯ পেয়ে ৩.৫ পয়েন্ট পেল তবে যেহেতু নম্বরপত্র দেয়া হবে না, দেয়া হবে একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট সেখান থেকে পার্থক্য নির্ধারণ কিভাবে করবেন তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু ৬০০ পেয়ে প্রথম বিভাগ আর ৯৯৯ পেয়ে প্রথম বিভাগের মধ্যে তার মার্ক নামে একটি ব্যবধান ছিল যদিও দুটোই প্রথম বিভাগ। কিন্তু সেখানে নম্বরের ব্যবধান দেখে সহজেই মেধা তালিকাসহ সকল বৃত্তি নির্ধারণ করা যেত। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ব্যবহারিক এবং তত্ত্বীয় পরীক্ষার নম্বর আলাদাভাবে না দেয়া হলে মারাত্মক বিপর্যের সৃষ্টি হবে। ভাল ছাত্রের কোন মাপকাঠিই থাকবে না এবং ছাত্ররা সকল ব্যবহারিক পরীক্ষাসহ বিষয়ের শিক্ষকদের কাছে জিম্মি হয়ে থাকবে। এমনিতেই সরকারী কলেজের শিক্ষকদের কাছে মোটামোটিভাবে ব্যবহারিক বিষয়ের ছাত্ররা একদম নীরব সন্ত্রাসে জিম্মি। সকল বিজ্ঞানের শিক্ষক এবং ব্যবহারিক আছে এমন শিক্ষকদের কাছে ছাত্ররা জিম্মি। বিশেষ করে সরকারী কলেজের ছাত্রদের প্রাইভেট না পড়লে এমনকি এক বিভাগে দুই জন শিক্ষক থাকলেও তাদের মধ্যে ছাত্র নিয়ে ভাগাভাগি করে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ছাত্রদের নম্বর কম দেয়া হয়। এক শিক্ষকের প্রাইভেটের ছাত্রকে অন্য শিক্ষক দেখে নিবে বলে নম্বর কম দিয়ে থাকে। এটা খুবই সাধারণ ঘটনা। এবং অহরহ এই ঘটনা ঘটছে। ২০০২ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় আবদুল্লাহ-আল মাসউদ নামে একজন ছাত্র সরকারী আশেক মাহমুদ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে তিনটি বিষয়ে লেটার মার্ক পেয়ে ৮৫০ পেলেও তাকে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ৬ নম্বর কম দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রাইভেট ব্যবসা নিয়ে। তার মার্ক পেয়েছে এরকম অসংখ্য ছাত্রদের ব্যবহারিক পরীক্ষার শুধু মাত্র ৩৩% দেয়া হয়েছে। আর এটা অন্তত বুঝা যাচ্ছে নম্বরপত্র দেখে। তাতে আর যাই হোক সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের বিরুদ্ধে অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট নালিশ দেয়া যাচ্ছে। কিন্তু গ্রেডিং সিস্টেমে যদি নম্বর উল্লেখ না থাকে তবে ব্যবহারিক পরীক্ষায় কত নম্বর পেল তা কিন্তু বুঝা যাবে না। এতে সাধারণ ছাত্রসহ ভাল ছাত্ররা দারুণ বিপাকে পড়বে। যেমন কম্পিউটার পরীক্ষায় তত্ত্বীয় অংশে যদি ৪০ পায় (৬০-এর মধ্যে) এবং ব্যবহারিক পরীক্ষায় পূর্ণ নম্বর পেলে (৪০) সে অনায়াসে ৪০+৪০= ৮০ নম্বর অর্থাৎ এ গ্রাস (৫ পয়েন্ট) পাবে। কিন্তু তাকে যদি ব্যবহারিকে ২০ দেয়া হয় (প্রাইভেট সমস্যা বা যে কোনভাবে আক্রান্ত হয়ে) তবে সেই ছাত্র ৪০+২০= ৬০ পেল অর্থাৎ পয়েন্ট ৩.৫। শিক্ষককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা যাবে না; তখন বলবে তুমি তত্ত্বীয় বিষয়ে নম্বর কম পেয়েছ যা দেখার কোন সুযোগই নেই। এর কোন প্রতিকারই করা যাবে না। এই সমস্যা সকল ছাত্রকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের অধীনস্থ হুকুমের আর প্রাইভেটের গোলাম বানিয়ে ফেলবে। আর প্রাইভেট ব্যবসা হবে জমজমাট। সুতরাং এই একটি অজানা কিন্তু মারাত্মক সমস্যা থেকে ছাত্রদের মুক্তির জন্য অবশ্যই গ্রেড পয়েন্টের আগে নম্বর দেয়ার ব্যবস্থা করা উচিৎ। গ্রেড পয়েন্টই রেজাল্ট হবে কিন্তু শুধু পয়েন্টের পাশে নম্বর উল্লেখ থাকবে। আর তত্ত্বীয় এবং ব্যবহারিক পত্রের নম্বর আলাদা আলাদাভাবে উল্লেখ থাকবে গ্রেড পয়েন্টের পাশে।

মোঃ মাহমুদ হোসাইন শামীম
প্রভাষক, কম্পিউটার শিক্ষা, সরিষাবাড়ী পাইলট উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, জামালপুর।